The World Bank

South Asia Region

News Release 2005/34/SAR

Contacts: *In Dhaka:* Subrata S. Dhar, 9669301
Email: sdhar4@worldbank.org
In Washington: Zita Lichtenberg (202) 458-9031
Email: zlichtenberg@worldbank.org

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে বিশ্ব ব্যাংকের ২০ কোটি ডলার সহায়তা

ঢাকা, জুলাই ২৭, ২০০৪– দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই সংস্কার কার্যক্রমকে সহায়তা করতে উন্নয়ন সহায়তা ঋণের আওতায় বিশ্বব্যাংক আজ ২০ কোটি ডলারের ঋণ মঞ্জুর করেছে। উন্নয়ন সহায়তা ঋণের ধারাবাহিকতায় এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ঋণ।

বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, জন্মহার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচির সম্প্রসারণ এবং শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধি, লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার, দারিদ্র্য হ্রাস এবং দরিদ্রতর জনগোষ্ঠিকে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে গত ৫ বছর ধরে জাতীয় প্রবৃদ্ধি হার গড়ে ৫ শতাংশের ওপরে রয়েছে। রাজস্ব ঘাটতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, আর্থিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্য উদারিকরণ বর্তমানে সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তুলনীয় কম আয়ের দেশগুলোর তুলনায় গতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বিভিন্ন সামাজিক সূচকের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখনো অনেক উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। দেশটির অব্যাহত সংস্কার পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে প্রবৃদ্ধির জন্য এসব বাধা অপসারণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন।

বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এর আগে ২০০৩ সালের জুন মাসে প্রথম উন্নয়ন সহায়তা ঋণ (ডিএসসি-১) মঞ্জুর করে। সরকারকে বর্তমানে দেয়া ঋণের লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহীত মূল সংস্কার পদক্ষেপের প্রতি অব্যাহত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আরও বাড়ানো এবং দারিদ্র্য বিমোচন। সংস্কারের প্রধান বিষয়গুলো হলো ব্যাংকিং, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বাণিজ্য উদারিকরণ, কর প্রশাসন, সরকারি ব্যয় ও ক্রয় প্রক্রিয়া।

বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ এবং এই ঋণ কার্যক্রমের প্রধান এন্থনি বট্রিল বলেছেন, "সরকারের নেয়া এই সংস্কার কার্যক্রমের লক্ষ্য দেশে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করা। এর উপর নির্ভর করছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, অধিকতর উৎপাদনশীলতা এবং জনগণের আয়বৃদ্ধি। এই সংস্কারের অন্য একটি উদ্দেশ্য হলো জনগণের, বিশেষতঃ দরিদ্র জনগণের, প্রাপ্য সেবাসমূহকে উন্নত করা। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুশাসনের ব্যাপারটিও এই সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

সরকার অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (আই-পিআরএসপি) উপর ভিত্তি করে এই সংস্কার

পদক্ষেপগুলো গ্রহন করেছে। অন্তবর্তীকালীন দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্রমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার, নারীর অবস্থার উন্নয়ন, সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করা, স্থানীয় অংশগ্রহণে সহায়তা এবং অসমতা কমানো। ডিসেম্বর ২০০৪ সালের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করতে সরকার বর্তমানে ব্যাপক পরামর্শ করছে।

শাসন ব্যবস্থার কিছু সংস্কারের ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাংক সমর্থন করছে। ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, কর প্রশাসন, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সংস্কার ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যয় অপচয় চিহ্নিত করা, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটিকে কার্যকর করা এবং মহাহিসাব নিরীক্ষকের কার্যালয়ের স্বাধীনতা জোরদার করা। আইন প্রণয়ন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একাউন্টটিং এবং অডিটিং ব্যবস্থাকে পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মানসম্মত করতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার পুলিশ প্রশাসনের সংস্কারেরও রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। বিশ্বব্যাংক স্বাধীন দূর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ এবং একে কার্যকর করে তোলার জন্য সরকার উৎসাহিত করছে।

বিশ্বব্যাংকের এই কার্যক্রম জনপ্রশাসনের কিছু ক্ষেত্রেও সংস্কারে সহায়তা করছে, যেমন ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের উচ্চতর পদে মেধাভিত্তিক পদোন্নতি। এই ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহায়তার মধ্যে রয়েছে, এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনকে কার্যকর করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বকেয়া কমিয়ে বিদ্যুৎ সেবা সমূহের আর্থিক পুনর্গঠনে প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো নেয়া।

বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) কাছ থেকে পাওয়া এই ঋণের সার্ভিস চার্জ শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ এবং ৪০ বছর মেয়াদী এ ঋণের ক্ষেত্রে ১০ বছরের রেয়াতী সুবিধা থাকবে। এক কিস্তিতে এই ঋণ দেয়া হবে।